গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Export Promotion Bureau
Bangladesh

স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সিরিজ সভা-২ :

Challenges in Air Cargo Handling *for* Export in Bangladesh

শীর্ষক সভার প্রতিবেদন

স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সিরিজ-০২

Challenges in Air Cargo Handling for Export in Bangladesh

শীর্ষক সভার প্রতিবেদন

তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ১ কাওরান বাজার, ঢাকা
আয়োজক : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সিরিজ-০২ Challenges in Air Cargo Handling for Export in Bangladesh শীর্ষক সভার প্রতিবেদন স্থিরচিত্রের একাংশ

শুভেচ্ছা বক্তব্য ও পরিচিতি পর্ব

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি সভার মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপনের বিষয়ে ব্যুরোর পরিচালক (নীতি) কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রেক্ষিত

লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনায় বিমান পরিবহন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাত। বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় ৬.২০% আকাশ পথে সংঘটিত হয়। কৃষিজাত পণ্য,হিমায়িত খাদ্য,তাজা ও হিমায়িত মাছ, কাঁকড়া সহ টাইম সেনসিটিভিটি (বিদেশী ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ) রয়েছে এমন সকল রপ্তানি পণ্য বিমানযোগে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো ব্যবস্থাপনা, ওয়্যারহাউজে জায়গা সংকট, কুলিং চেইনসহ বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার জন্য আকাশপথে রপ্তানি নির্বিঘ্ন নয়। ফলে কৃষিজাত পণ্যের (শাকসবজী ও ফলমূল) অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিমান বন্দরের প্রদত্ত সেবা যথাযথ না থাকায় এ খাতের রপ্তানি সংকটের মধ্যে রয়েছে এবং কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানিকারকবৃন্দ রপ্তানি বাজার হারানোর পাশাপাশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমেরিকা, ইউরোপসহ অন্যান্য উন্নত দেশের ফ্যাশন মার্কেট স্বল্প সময় স্থায়ী থাকে বিধায় তৈরি পোষাকসহ অন্যান্য ফ্যাশন পণ্যও বিমানযোগে প্রেরণ করতে হয়। আকাশ পথে পণ্য রপ্তানি সুচারু করার মাধ্যমে সামগ্রিক লজিটিক্স ব্যবস্থাপনা ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্যে আলোচ্য বিষয়ে অংশীজন পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সভার উদ্দেশ্য

রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে আকাশ পথে পণ্য পরিবহনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ করে করণীয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আলোচ্য অংশীজন সভার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন অংশীজনের মতামত এবং পরামর্শ নিয়ে একটি পলিসি পেপার তৈরী করা হবে যা সামগ্রিক লজিটিক্স ব্যবস্থাপনাকে ব্যবসাবান্ধব করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে ।

অনুষ্ঠান কাঠামো

এয়ার ফ্রেইট ব্যবস্থাপনা, আকাশ পথে পণ্য রপ্তানির চ্যালেঞ্জ এবং তা উত্তরণের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্টে ব্যুরোর পরিচালক (নীতি) জনাব আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন উপস্থাপন করেন। সকল অংশীজন মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক বিমান পরিবহন অবকাঠামোয় বিদ্যমান সমস্যা এবং তা উত্তরণের বিষয়ে ইন্টারেক্টিভ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কতিপয় সুপারিশ গ্রহন করা হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা

ব্যুরোর পরিচালক সভাপতির অনুমতি নিয়ে এয়ার ফ্রেইট ব্যবস্থাপনা, আকাশ পথে পণ্য রপ্তানির চ্যালেঞ্জ এবং তা উত্তরণের একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন। উপস্থাপনায় এয়ারট্রান্সপোর্ট কে লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত বলে চিহ্নিত করেন এবং ট্রেড ফেসিলেটেশনের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত লজিস্টিক্স নীতিমালা-২০২৪ এর কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান সমস্যা যেমন এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন স্ক্যানার (ইডিএম) স্বল্পতা, ওয়্যারহাউজের স্পেস সংকট, কার্গো সুবিধাদি, অনিয়ন্ত্রিত স্পট প্রাইস, ইকুইপমেন্ট সংকট, বিমানবন্দরের অপর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য পদক্ষেপ তুলে ধরেন। পরবর্তীতে তিনি পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থিত স্টেকহোল্ডারদের বিমান পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বর্তমান চ্যালেঞ্জ,সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে সকল অংশীজনের মতামত ব্যক্ত করার জন্য আহবান করেন।

পরিচালক জনাব আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

মুক্ত আলোচনা

শুরুতেই Bangladesh Freight Forward Association (BFFA) এর সভাপতি জনাব কবির আহমেদ উল্লেখ করেন যে, দেশের রপ্তানিকে সহজীকরণ করার জন্য Shipping এবং air-freight industry এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি Post pandemic situation, Russia-Ukraine war এবং World recession কারণে air-industry তে বাড়তি একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। EDS Machine এর অপ্রতুলতা, Cargo village এর পরিবেশ এর প্রতিকূল পরিবেশের বিষয়াদি উল্লেখ করার পাশাপাশি বিমান পরিবহন অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার (Infrustructural Gap) কথা উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে টেকসই নীতিমালার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি Third Terminal এ আমদানী ও রপ্তানি পণ্যের জন্য পৃথক কার্গো-ভিলেজ, ওয়্যারহাউজ, কুলচেইন, এবং অন্যান্য সুবিধাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কে অনুরোধ জানান। যথাযথ এয়ার ফ্রেইট ব্যবস্থাপনার সাথে রপ্তানিকারকদের স্বার্থ তথা দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়টি সম্পৃক্ত। সামগ্রিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থাপনা দক্ষ করার জন্য Civil Aviation Authority Bangladesh (CAAB) এর আরও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। ঢাকা বিমানবন্দরের আশেপাশের Minimum Resource কে Maximum utilize করার বিষয়ে BFFA এবং Civil Aviation Authority একযোগে কাজ করার বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করেন। Civil Aviation Authority এর সহায়তা পেলে Under Ground Cargo Management Facility Introduce করা সম্ভব হব। এছাড়া হ্যান্ডলিং চার্জ সহ অন্যান্য চার্জ পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে সমন্বয় করে নির্ধারন করার বিষয়ে তিনি বাংলাদেশ বিমান ও CAAB-কে সার্বিক সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন 3rd Terminal চালু করার পূর্বে কার্গো ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ সমাধান হওয়া প্রয়োজন। কোন অবস্থায় এটিকে স্কিপ করা যাবে না।

BAFFA এর সহ-সভাপতি জনাব নূরুল আমিন বলেন, সারা পৃথিবীতে যে রপ্তানি হয় বিমানযোগে রপ্তানির Quantitative value ৫% হলেও তার Qualitative value অর্থাৎ মূল্য পরিমাপে তা রপ্তানি পরিবহন ব্যয়ের ৯৫% । তাই সঠিক air-freight ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি Handing Cost নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, Handing Cost এর জন্য রপ্তানিকারকদের পৃথক পৃথকভাবে জনবল নিয়োগ করতে হয় বিধায় রপ্তানি খরচ বেড়ে যায় । ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে Fuel Cost বেশি ধরা হয়। অনেক সময় Fuel কম থাকার কারণে কার্গো কম নেয় বিমানগুলো। এতে পণ্য রপ্তানিতে বাধাঁর সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরে ১৪,০০০ টন পণ্য কার্গোতে রপ্তানি হয় যার Logistic Cost ৩০%। Logistic Cost কমানোর পাশাপাশি তিনি freight Manegement উন্নয়ন করতে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো সমাধান করার জন্য Civil Aviation, BAFFA সহ দেশি-বিদেশি বিমান এয়ারলাইনসগুলোকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করার অনুরোধ জানান। আজকের অংশীজন সভার মাধ্যমে চিহ্নিত/উপস্থাপিত সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হলে কার্গো-ব্যবস্থাপনার প্রায় ৮০% সমস্যা সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি কার্গো বিমানে পণ্য রপ্তানি করার সময় বিভিন্ন হয়রানির শিকার বন্ধের অনুরোধ জানান।

কাতার এয়ারলাইনসের প্রতিনিধি Suhed Ahmed Chowdhury এমন একটি সভা আয়োজনের জন্য তিনি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিমানযোগে আগে তিন সিজনে রপ্তানি করা হতো কিন্তু বর্তমানে ৬টি সিজনের জন্যই রপ্তানি করা হয়। বাইরের দেশগুলোতে এ সব সিজনের সীমিত স্থায়িত্বকাল ব্যাপ্তির জন্য দ্রুত পণ্য ডেলিভারির আবশ্যকতা থাকলেও বাংলাদেশে লজিসিস্টিক খাতের সীমাবদ্ধতার জন্য তা সঠিক সময় বিদেশী ক্রেতাদের নিকট প্রেরণ করতে রপ্তানিকারকদের বেশ বেগ পেতে হয়। টাইম সেনসিটিভিটি পণ্য রপ্তানি আদেশের শীপমেন্ট সমুদ্র পথে করা যায় না। ফলে ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক বিমানে পরিবহন করতে হয়। এর কারণে বিমানযোগে শীপমেন্ট বেড়ে যায়। ফলে রপ্তানিকারকদের air-freight Cost ও বাড়ে। গত পাঁচ বছরে ধরে অনলাইন প্লাটফর্মে রপ্তানি হচ্ছে। ই-কমার্সে আদেশ পাওয়া পণ্যগুলো ক্রেতাদের নিকট বিমানযোগে প্রেরণ করতে হয়। ফলশ্রুতিতে বিমান ভাড়া বেড়ে গেছে কিন্তু Global Air Capacity বাড়েনি। তিনি বাংলাদেশের কয়েকটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেন যেমন Inditex, Zara নামক প্রতিষ্ঠানসহ

অন্যান্য ব্রান্ড প্রতিষ্ঠানগুলো by Air পণ্য আমদানি করে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে গত এক বছর ধরে বিমানযোগে রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ঢাকা বিমান বন্দর Warehouse এর Extension করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। দেশের রপ্তানির চাহিদা অনুযায়ী Warehouse Capacity কম থাকার কারণে রপ্তানিতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পূর্বে প্রতি বছরে ২ হাজার টন কার্গোর মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি হতো কিন্তু এখন প্রতি বছর কার্গোর মাধ্যমে রপ্তানি হয় ২ লক্ষ টন। Warehouse Capacity স্পেস কম থাকায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের কার্গো বিমানবন্দর থেকে দূরে রাখতে হয়। ফলে বিদেশী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক পণ্য রপ্তানি করতে না পারায় রপ্তানিকারকরা হতাশা প্রকাশ করেন এবং দেশও কাঙ্খিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্য স্ক্যান করার জন্য মাত্র ০৪টি স্ক্যানার মেশিন থাকলেও দুটি সচল রয়েছে। বিমান বন্দরে Warehouse facility কম থাকার কারণে মাত্র ৪-৫টি এয়ারলাইনস কাজ করছে কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ২০/২৫ এয়ারলাইনস কাজ করে। তিনি বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষকে Warehouse facility ও EDS স্ক্যানারের মেশিন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

এ পর্যায়ে তিনি Pharma পণ্য রপ্তানির জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে Special Container গুলোতে Container চার্জার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করে এর ফলে Pharma পণ্য রপ্তানি বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। অপর্যাপ্ত Equipment দ্বারা ৪০টির মতো Airlines পরিচালনা করছে। এতে ট্রলির সংকটও রয়েছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল ছাড়াই কার্গো শাখার কাজ পরিচালনা করা হয়। এর ফলে রপ্তানিকারকরা রপ্তানিতে বাধার সম্মুখীন হন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনসের কার্গো হ্যান্ডলিং আরো প্রসারিত এবং আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হলে কার্গো ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান সম্ভব হলে প্রতিবেশী দেশ হয়ে রপ্তানি পণ্যে কার্গো পাঠানোর প্রয়োজন হবে না মর্মে তিনি সভাকে জানান।

বাংলাদেশ বিমান এর জিএম (কার্গো) জনাব নাজমুন হুদা বলেন, Warehouse facility সহ অন্যান্য সমস্যাগুলো অনেক আগে তা সমাধানের চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় এর কোন দৃশ্যমান সমাধান এখনও আমরা পাইনি। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বিমান কাজ করছে মর্মে তিনি জানান। বাংলাদেশ পণ্য যদি ভারত থেকে রপ্তানি করতে হয় সেটি খুবই দঃখজনক। তিনি বলেন, Civil Aviation Authority এর তরফ থেকে দুটি Warehouse তৈরি করা হয়েছে একটি Import Warehouse অপরটি Export Ware house যদিও এটি এখনও handover হয়নি। তবে গত ২৫ বছর ধরে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সে মোতাবেক Ware house তৈরি করা হয়েছে কিনা তা দেখার বিষয়। তবে নির্মিতব্য Warehouse-চালু হতে প্রায় ১ বছর সময় লাগতে পারে। কার্গোর Movement বাড়লে Air-Freight Cost কমবে মর্মে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন কার্গো পরিচালনা করতে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মানতে হয়। তবে EDS বা স্ক্যান মেশিন পরিচালনায় যে অদক্ষ জনবলের প্রশ্ন উঠেছে তা সঠিক নয় মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। জনবলকে দক্ষভাবে তাদের সম্পাদনের জন্য প্রতিবছর তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে **সিভিল এভিয়েশনের Airport Security manager হিসেবে কর্মরত Sqr. Ldr Fuad** উল্লেখ করেন নতুন একটি এক্সপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স নির্মাণাধীন রয়েছে যা বর্তমানে বিদ্যমান কার্গো কমপ্লেক্স এর থেকে তিন গুন বড়। তাই Warehouse স্বল্পতাসহ অনেক সমস্যার সমাধান হবে নির্মাণাধীন কার্গো কমপ্লেক্সটি ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হলে। মেশিন ও ইকুইপমেন্ট সংকট নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, যে কার্গোগুলো ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য গন্তব্যভিত্তিক তা Regulated Agent third country validation process (RA3) মেশিন দিয়ে স্ক্যানিং করা হয়

ও বাকী দেশসমূহের জন্য গন্তব্যরত কার্গো Non-RA3 মেশিন এর সহায়তায় স্ক্যানিং করা হয়। RA3 মেশিন দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২০০-৩০০ টন এবং Non RA3 মেশিন দিয়ে ৭০০-৮০০ টন কার্গো এক্সপোর্ট করা হয়। তিনি আরো বলেন RA3 ভিত্তিক স্ক্যানিং মেশিনেই কেবল Explosive Detection Scanner (EDS) সংযুক্ত রয়েছে যা Non RA3 screening ভিত্তিক মেশিনে বিদ্যমান নেই এবং যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ EDS স্ক্যানিং ব্যতীত মালামাল গ্রহণ করেন। বর্তমানে বিদ্যমান ৪টি EDS এর মধ্যে ১ টি লং টার্ম unserviceable এবং ডুয়েল ভিউ মেশিন এর ২ টির মধ্যে ১ টি unserviceable তবে নতুন এক্সপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স-এ সবগুলো Scanning machine এ Explosive Detection Mechine (EDM) রয়েছে।

এ পর্যায়ে কাতার এয়ারলাইন্স এর প্রতিনিধি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যে রপ্তানিকৃত মালামাল পরিবহনের পূর্বে RA3 মেশিন দিয়ে স্ক্যানিং করা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে তা এসব গন্তব্যে পৌছানোর পর আবার স্ক্যানিং করতে হয় যার ফলশ্রুতিতে বিমানভাড়া তথা রপ্তানিকারকদের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তিনি আরো বলেন EDS সংযোজিত (RA3) এর স্বল্পতার দরুণ রপ্তানিকারকরা বাধ্য হয়ে Non RA3 ব্যবহার করে। এছাড়া বড় বড় এয়ার ফ্রেইট কোম্পানিগুলো আসতে অনীহা প্রকাশ করে। এই সংকট দূরীকরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানান তিনি। কন্টেইনার ও প্যালেট সংকট বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে Sqr. Ldr Fuad উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর বিষয়ে সিভিল অ্যাভিয়েশন অথোরিটিকে সহায়তা প্রদান করে। ক্যারেট সংকট মোকাবেলায় সিভিল অ্যাভিয়েশন অথোরিটির পক্ষ থেকে ৫০০ টি ক্যারেট দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে যার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩২৬ টি প্রদান করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে ইপিবির মহাপরিচালক বলেন, প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ওয়্যারহাউজ এর স্পেস স্বল্পতার কারণে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব হবে। তিনি বলেন, প্রাইভেট সেক্টরের ওয়্যারহাউজ ব্যবহার করতে পারলে এবং লোডিং, প্যাকেজিং, ফরওয়ার্ডিং, কোল্ড স্টোরেজসহ অন্যান্য কাজগুলো একই জায়গা থেকে সম্পন্ন করে শুধু এয়ারপোর্ট এরিয়ায় ডেসপ্যাচের ব্যবস্থা করতে পারলে ওয়্যারহাউজ স্বল্পতা দূরীকরণে তা সহায়ক হবে। তার ধারণার সাথে সম্মতি প্রকাশ করে কয়েকজন প্রতিনিধি বলেন এটা খুবই কার্যকরী এবং সম্ভাবনাময় একটি পদক্ষেপ হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে NBR কর্তৃক Private bonded warehouse licence এর প্রয়োজন হবে মর্মে প্রতিনিধিগণ উল্লেখ করেন।

কুয়েত এয়ালাইন্সের প্রতিনিধি মনসুরুল হক বলেন, সিলেট বিমান বন্দরে Warehouse তৈরি করা হয়েছে যা পূর্বে ছিলনা। কিন্তু বিমানের Aircraft হ্যান্ডেল করার মত Equipment নেই। B1 ও B3 এর মাধ্যমে চট্টগ্রামকে ফোকাস করা যেতে পারে। সিলেট বিমান বন্দরে বিমানের Aircraft হ্যান্ডেল করার জন্য যদি Equipment স্থাপন করা যায় এবং ২০% কার্গো প্যাকেজ অফার করা হয় তাহলে ঢাকা বিমান বন্দরের Warehouse-এ চাপ কিছুটা কমবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত আউটলেট আছে শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল গ্যাপ কে ফোকাস করে কাজ করতে হবে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের অপ্রতুলতার বিষয়টি বিবেচনায় বিমানযোগে রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধা নিশ্চিত করা যেতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এতে একদিকে যেমন ডিসেন্ট্রালাইজেশন হবে অন্যদিকে স্পেস স্বল্পতা দূরীকরণ করা সম্ভব হবে।

Turkish Airlines এর কার্গো ম্যানেজার মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন খান Mysterical exchange value নামক একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমলে নেওয়ার আন্তরিক আহবান জানান। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশকৃত ডলার রেটে যখন টিকেট বিক্রি করেন এবং পরবর্তীতে যখন দেশে ডলার রেমিট করতে হয় তখন প্রচলিত ব্যাংক রেটে ডলার কিনতে হয় এতে তারা একটি এক্সচেইঞ্জ লসের সম্মুখীন হন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৩ সালে ডলার এক্সচেঞ্জ লস ছিল ৩.৮৫ মিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন টার্কিশ এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ থেকে একমাত্র long hour flight যাতে প্রায় ২০-৩০ টন ফুয়েল এর প্রয়োজন

পড়ে। ফ্ল্যাইটের টিকেট বিক্রির সময় পেমেন্ট টাকায় রিসিভ করলেও ফুয়েল প্রাইস এর পেমেন্ট করতে হয় ডলার ভ্যালুতে। এতেও বিশাল অংকের এক্সচেইঞ্জ লস হয়। বিষয়টি আমলে নিয়ে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে তার কথা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক শীঘ্রই Free Floating Exchange Rate চালু করতে যাচ্ছে যা এ সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে **Diamond Agri Industries এর CEO কামরুজ্জামান শোভন বলেন,** অনেক সময় বাইরের দেশের ক্রেতারা শুধু অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ছবি দেখে ফ্রোজেন ফুড আইটেম ক্রয় করতে চান না বরং এ সমস্ত ফুড প্রোডাক্ট ক্রয়ের পূর্বে তারা স্যাম্পল দেখতে চান। রপ্তানি অর্ডার নিশ্চিত করতে ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ পণ্যের নমুনা প্রেরণ করতে না পারলে অনেক সময় রপ্তানি আদেশ বাতিল হয়ে যায়। তাই স্যাম্পল আইটেম পাঠানোর ক্ষেত্রে তিনি ইপিবিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করেন। তিনি ইতিপূর্বে ফ্রোজেন ফুড আইটেম রপ্তানির ক্ষেত্রে Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)-এর অসযোগিতামূলক আচরণ এবং বিদ্যমান কুল চেইন ব্যবস্থাপনার অসংগতিসমূহ/ঘাটতিসমূহ তুলে ধরেন। কমপ্লায়েন্সের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্রেতাদের আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে ফুড প্রোডাক্টের কমপ্ল্যায়েন্স নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। BADC তে ল্যাব টেস্টিং ও সার্টিফিকেশনের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে তা একদিকে যেমন রপ্তানি পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে অন্যদিকে কম্পিটিটিভ প্রাইসিং ও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যেহেতু স্যাম্পল আইটেম পরিমাণে অল্প হয়ে থাকে তাই এক্ষেত্রে বিমানের যৌক্তিক ভাড়া দাবির বিষয়সহ কোল্ড স্টোরেজ সুবিধার নিশ্চিত করার বিষয়ে বিমান কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

প্রধান অতিথি এর বক্তব্য

Challenges in Air Cargo Handling for Export in Bangladesh শীর্ষক সভার প্রধান অতিথি ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের মতো রপ্তানিমুখী দেশের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পণ্য ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার মেরুদন্ড হিসেবে লজিস্টিক খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিমানপথ লজিস্টিক খাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপখাত। তিনি উল্লেখ করেন NBR এর Clean Data অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে ৪৪.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে ৬.১৮% আকাশপথে.৮৬.৮৭% সমুদ্রপথে এবং ৬.৯৫% সড়কপথে সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানে রপ্তানিকারকরা বিমানপথে পণ্য ও সেবা পরিবহনে নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এসব সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের পথনকশা নির্ধারণ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে আজকের এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বিমানবন্দরে EDM মেশিন স্বল্পতা, কুল চেইন ব্যবস্থাপনার অভাব, অফলোডিংজনিত সমস্যা,ওয়্যারহাউজ স্বল্পতা সহ অনিয়ন্ত্রিত স্পট ভাড়ার বিষয়গুলো উল্লেখ করে এ সমস্ত জটিলতা নিরসনে অর্থাৎ আকাশপথে রপ্তানিকে নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একযোগে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি থার্ড টার্মিনালে নির্মিতব্য কার্গো এক্সপোর্ট কমপ্লেক্স এবং ওয়্যারহাউজ সরেজমিনে পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এসব নির্মানাধীন লজিস্টিকস ভবনগুলো শুরুতেই পরিদর্শন করলে রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিতকরণ যেমন সহজ হবে তেমনি কোনো গ্যাপ থাকলে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সংযোজন করাও সম্ভব হবে। ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, সিভিল অ্যাভিয়েশন কোনো প্রাইভেট সার্ভিস প্রোভাইডার এর মাধ্যমে তাদের কর্তৃক প্রদত্ত সেবাদি নিশ্চিতকরণের কাজটি হস্তান্তর করলে তা অধিকতর উপযোগী এবং দক্ষ ও টেকসই একটি পদক্ষেপ হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি স্ক্যানিং এর বিষয়টিও অটোমেটেড হলে তা সময় এবং ব্যয় কমাতে সহায়ক হবে যা রপ্তানি

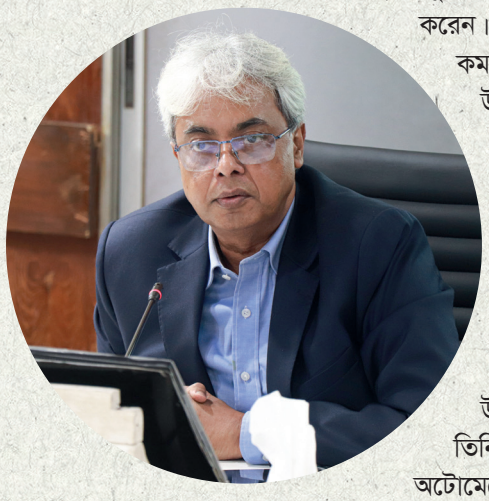

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কর্মশালার প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। তিনি কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি উভয়ের সমতা রক্ষা করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। আজকের আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কিভাবে রপ্তানি সহজীকরণ করে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়। এজন্য আমাদের সর্বদা আউটকামের ব্যাপারটি খেয়াল রেখে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে হবে। রপ্তানি বাড়লে তা সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। বিমানপথে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সক্ষমতার অভাবে আমাদের পণ্যের বাজার ভারত, শ্রীলংকা ও ভিয়েতনামের মতো দেশের হাতে চলে যাচ্ছে। এয়ার ফ্রেইট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ সমস্ত দেশসমূহের বেস্ট প্রাক্টিস অনুসরণ করে ফ্রেইট ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত করার পদক্ষেপ গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। মূল্য প্রতিযোগিতা ও ইডিএস, কুল চেইনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে রপ্তানির পরিমান এবং প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। পরিশেষে তিনি উল্লেখ করেন, Bangladesh Freight Forward Authority (BAFFA) এবং EPB যৌথ ভাবে Air Freight Management এর চ্যালেঞ্জ ও তা নিরসনে করণীয় বিষয়ে একটি পলিসি পেপার তৈরি করবে যা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন করে লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	গৃহীত সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	Bangladesh Freight Forward Association (BAFFA) এবং EPB সম্মিলিতভাবে যেকোনো একটি রিসার্স অর্গানাইজেশন কে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমৃদ্ধ পলিসি পেপার দ্রুততম সময়ের মধ্যে তৈরি করবে যা পরবর্তীতে নীতিগত সহায়তার জন্য জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপন করা হবে।	BAFFA ও EPB
২	এয়ার ফ্রেইট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশের "Good Business Model" ইপিবিকে সরবরাহ করতে হবে।	BAFFA এবং কাতার এয়ারলাইন্সের মনোনীত প্রতিনিধি
৩	ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে BAFFA এবং এয়ারলাইন্স এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল থার্ড টার্মিনাল, এক্সপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স এবং নির্মিতব্য ওয়্যারহাউজ এর সুবিধাদি পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।	BAFFA, ইপিবি, CAAB
৪	সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধা চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা।	CAAB
৫	বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আকাশপথে রপ্তানি বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিযোগী মূল্যে Air Freight নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ বিমান এবং ক্যাব
৬	হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে EDM মেশিনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।	CAAB

অংশগ্রহণকারী

Challenges in Cargo Handling for Export in Bangladesh শীর্ষক সভায় Bangladesh Freight Forwarders Association (BAFFA), Qatar Airways, Qatar Airways, Turkish Airway, Singapore Airways, Civil Aviation Authority সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতির তালিকা নিম্নরূপঃ

Sl	Name & Designation	Organisation
1	Kabir Ahmed president	Bangladesh Freight Forwarders Association (BAFFA)
2	Nurul Amin Vice- president	Bangladesh Freight Forwarders Association (BAFFA)
3	Kazi Mahfuz Director Finance	Bangladesh Freight Forwarders Association (BAFFA)
4	Suhed Ahmed Chaowdury	Qatar Airways

5	Monsurul Haque Cargo Sales Manager	Qatar Airways
6	Mohammad Arif Hossain Khan Cargo Manager	Turkish Airways
7	Sudipta Paul Cargo Sales Excutive	Emirates
8	Abu Saleh Head of Cargo Sales	Singapore Airways
9	Md. Jahir Ahmmed Sarker Director	Bangladesh Freight Forwarders Association (BAFFA)
10	Farouk Ahammed Joint Secretary	Bangladesh Freight Forwarders Association (BAFFA)
11	Eyad Ibtisam Jarif Research Executive	Bangladesh Freight Forwarders Association (BAFFA)
12	Md. Shzzad Hossain	Buildtrade Foils Ltd.
13	Md Asaduzzaman Gazi Export Manager	Biman Cargo Airways.
14	ABM Nozmul Huda GM	Biman Bangladesh Airways.
15	Md. Wahid	CAAB
16	Sqr. Ldr. Fuad	Aviation Security, HSIA, CAAB
17	Md. Karuzzaman Shovon CEO	Diamond Agri Industries

Export Promotion Bureau
Bangladesh

WE PROMOTE EXPORT
WE BUILD BANGLADESH

EXPORT PROMOTION BUREAU
TCB Bhaban
1st, 4th & 8th Floor
1 Kawran Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh

Follow Us
www.epb.gov.bd
/@exportpromotionbureau8411
/epb.gov.bd
/company/export-promotion-bureau
/epbbangladesh